গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২ সংখ্যা ৬ আগস্ট, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে

৫ই আগস্ট এস ইউ সি আই'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এযুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম স্মরণদিবস। কোনও মহান বিপ্লবী নেতার স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন কোনও দেশের যথার্থ বিপ্লবীদের কাছেই একটি আনুষ্ঠানিক আচার নয়, আমাদের কাছেও নয়। কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতের মাটিতে সত্যিকারের সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তোলার এবং সর্বহারা বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনগুলি সংগঠিত করার প্রক্রিয়ায় যেমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করেছেন, অপরদিকে ভালবাসা, প্রেমপ্রীতি, মায়ামমতা, পারিবারিক কর্তব্যবোধ, সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে মহান সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে আজকের যুগে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তা ও শিক্ষাগুলি হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের শোষিতশ্রেণীর শোষণমুক্তির সংগ্রামের অভ্রান্ত পথনির্দেশ। এজন্যই প্রতি বছর ৫ই আগস্টকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের প্রকৃত সাম্যবাদী আন্দোলনের ও সর্বহারা সংস্কৃতির এই মূর্ত প্রতীকের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই, তাঁর শিক্ষার আলোকে নিজ নিজ জীবনসংগ্রামকে যাচাই করি, তাকে আরও গভীর ও তীব্র করার শপথ নিই, তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণগুলিকে নূতন পরিস্থিতিতে আরও উন্নতরূপে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। একই সাথে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে দেশের ব্যাপক শোষিত মানুষকে পরিচিত করানোর প্রতিদিনের সংগ্রামকে তীব্রতর করার শপথ গ্রহণ করি, যে পরিচিতি না ঘটাতে পারলে সমাজবিপ্লবের অনুকূল জমি তৈরি হবেনা, প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারবে না।

আজ ভারতের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে সর্বদিক থেকে সমস্যা-সঙ্কট যে চরম তীব্র রূপ নিয়েছে, ইতিপূর্বে তা কখনও হয়নি। এটাই স্বাভাবিক —

আটের পাতায় দেখুন

মুম্বই হাইকোর্টের

বন্‌ধবিরোধী রায় ও প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন

সম্প্রতি মুম্বই হাইকোর্ট বন্‌ধ করার জন্য দুটি রাজনৈতিক দলকে ২০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের এই হাইকোর্ট যখন বন্‌ধ বিরোধী রায় দিয়েছে, তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য রাজ্য মণিপুর বন্‌ধে উত্তাল হয়ে উঠেছে। গত ১৫ দিনে এই রাজ্যে দুই কিস্তিতে ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধ হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের দ্বারা থংজমা মনোরমা নামে ৩২ বছর বয়স্কা এক মণিপুরি রমণীর অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষী জওয়ানদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এই বন্‌ধের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন গোটা মণিপুরবাসী। গায়ের জোরে বন্‌ধ ভাঙতে যথারীতি সামরিক বাহিনীকে নামানো হয়েছে, ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারি করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও লাঠি-গুলি-কামান-বন্দুক উপেক্ষা করে মণিপুরবাসীদের সংগ্রাম চলছে। তাদের দাবি, সেনাবাহিনী যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, সাজানো 'সংঘর্ষে'র দোহাই দিয়ে গুলি করে বন্দী হত্যা করছে, নারীর নিরাপত্তা-মান-সম্ভ্রম হরণ করছে তা বন্ধ করতে হবে। আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার আইন, যার বলে সেনারা যথেচ্ছ অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরবাসীদের আবেদন-নিবেদনে সরকার কর্ণপাত করেনি। জনমনে বিক্ষোভ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মহিলারা বিবস্ত্র হয়ে বলেছেন, ''ভারতীয় সেনাবাহিনী আয়, আমাদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খা''। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে মণিপুরবাসীদের ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধকে কে বলবে অন্যায়? প্রতিবাদের সব রাস্তা ধরে আন্দোলনেও যখন সরকারের ঘুম ভাঙে না তখন বন্‌ধ ছাড়া আর কোন্ গণতান্ত্রিক পথ খোলা থাকতে পারে? মণিপুরবাসীদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে সেনাবাহিনী, সরকার এবং কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে আখ্যা দিয়েছে। অন্যদিকে গোটা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশেষত নারী সমাজ এই আন্দোলনে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছে।

উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে কোন জিনিসের বিচার অবশ্যই ভ্রান্ত। ভগৎ

তিনের পাতায় দেখুন

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে আন্দোলনে এগিয়ে আসুন

— নীহার মুখার্জী

জনগণের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত নামতে নামতে যখন তলানিতে ঠেকেছে, তখন তাদের উপর কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার যেভাবে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে আবার পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দিল, এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১ আগস্ট এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, যেভাবে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানিগুলিকে দিয়ে এবার মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা করিয়ে তা কার্যকর করা হল তা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। শুধু তাই নয়, সরকার তেল কোম্পানিগুলিকে এমন ক্ষমতা দিয়েছে যার দ্বারা পেট্রোপণ্যের ১০ শতাংশ মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এরপর থেকে কোম্পানিগুলিই একতরফা ঘোষণা করতে পারবে।

কমরেড মুখার্জী আরও বলেন, ইউ পি এ সরকার ও সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো তার মিত্র দলগুলি, যারা গরিব ও মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষার বড় বড় কথা

সাতের পাতায় দেখুন

মার্কিন সৈন্যরা বলছে, 'আমাদের দেশে ফেরাও'। প্রতিরোধের তীব্র ঝড়ে পুতুল সরকার কাঁপছে

ইরাকে বিদেশি আগ্রাসন ও দখলদারি আজ তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন। গত ২৮ জুন ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে আজ পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ২ জন করে দখলদার সেনা তীব্র ইরাকি প্রতিরোধের মুখে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে। ইরাকে মার্কিন ও ব্রিটিশ আক্রমণ শুরু হবার পর থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ১১০০০ ইরাকি নাগরিক নিহত হয়েছে, নিহত মার্কিন সৈন্যের সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে অন্তত ৯০০ জন।

এইরকম তীব্র প্রতিরোধ ছিল মার্কিন বাহিনীর হিসাবের বাইরে। আজ তারা স্পষ্টতই কিছুটা দিশাহারা। গত ৯ জুলাই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমেরিকান সামরিক বিশ্লেষকরা তো স্বীকারই করে ফেলেছেন যে, ''ইরাকি প্রতিরোধ এত ব্যাপক ও তা ইরাকের জনসাধারণের এতটাই সমর্থনপুষ্ট যে সামরিকভাবে একে পরাস্ত করা কার্যত অসম্ভব।''

এই পরিস্থিতিতে ঠিক যা হবার তাই ঘটতে শুরু করেছে। দখলদার বাহিনীর সৈন্যদের মনোবল আজ তলানিতে। খোদ আমেরিকাতেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপকতর হচ্ছে। দাবি উঠছে যুদ্ধ বন্ধ কর, ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিয়ে আনো। আর তার সাথে উত্তরোত্তর গলা মেলাচ্ছেন ইরাকে যুদ্ধরত সৈন্যদের বাড়ির মানুষ, এমনকী সৈন্যরা নিজেরাই।

এই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত

পাঁচের পাতায় দেখুন

সাদ্দাম হোসেনের মুক্তির দাবিতে ইরাকে বিক্ষোভ

তাঁতশিল্পী বাদল করেরা কি এভাবেই হারিয়ে যাবেন

চরম সরকারি অবহেলায় জীবনের প্রতিটি দিন নিদারুণ যন্ত্রণায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে অর্ধাহার অনাহার অপুষ্টিতে ধুঁকতে ধুঁকতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের রাস্তাই বেছে নিলেন বাঁকুড়ার তন্তুজীবীরা। সুতোর দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়া এবং সিন্থেটিক বস্ত্র তাঁতজাত বস্ত্রের বাজার দখল করায় তন্তুজীবীদের পরিবারগুলো আজ অনাহারে মরতে বসেছে। দৈনিক গড় আয় ২০-২৫ টাকার বেশি না হওয়ায় পরিবারের শিশু কিশোর ও মায়েরা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করছেন, পুরুষেরা কেউ বেছে নিচ্ছেন ভ্যানচালক বা দিন মজুরের জীবিকা। আর যাঁরা অনন্যোপায় হয়ে এখনো তাঁত নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন তাঁরা অর্ধাহার অনাহারে শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই মারা গেছেন বাদল কর নামে এক বৃদ্ধ অসহায় তন্তুজীবী।

এই অবস্থায় মানুষের মতো বাঁচতে ও প্রশাসনের ঘুম ভাঙাতে তাঁরা একত্রিত হচ্ছেন, গড়ে তুলেছেন 'বাঁকুড়া জেলা তাঁত ও তাঁতশিল্পী বাঁচাও কমিটি।' গত ২৩ জুলাই কমিটির ডাকে প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে দুই শতাধিক তন্তুজীবীর দৃপ্ত মিছিল আশা জাগালো আরও হাজার হাজার তন্তুজীবীর বুকে। মূল মিছিল শুরু হয় রাজগ্রাম থেকে। বৃষ্টির মধ্য দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে জেলাশাসকের অফিসে এসে মিছিল শেষ হয়। সেখানে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন ডাঃ অনিলচন্দ্র দে এবং ইউ টি ইউ সি-এল এসের পক্ষ থেকে স্বপন নাগ। তন্তুজীবীদের নিদারুণ যন্ত্রণা তুলে ধরতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন গৃহবধূ অঞ্জলি নন্দী। তিনি বলেন, "আমারও দুটি মেয়ে আছে, পড়াশুনায় তারা ভালো ছিল, চেয়েছিলাম তারা মানুষ হোক। কিন্তু আজ তাদের পরের বাড়িতে কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়েছি, জানি না কী আমার অপরাধ।"

দুঃস্থ তাঁতশিল্পীদের অবিলম্বে ত্রাণ, সুতোয় ভর্তুকি বজায় রাখা, পাওয়ার লুমের উপর নিয়ন্ত্রণ, তুলো রপ্তানি বন্ধ করা, অসংগঠিত তন্তুজীবীদের পি এফ-এর দাবি সহ এগার দফা দাবি নিয়ে সাতজনের প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাঁকুড়া জেলা তাঁত ও তাঁতশিল্পী বাঁচাও কমিটির সম্পাদক অরূপ রুদ্র সহ সঞ্জয় দত্ত, মদন দত্ত, হরিদাস ব্যানার্জী, লক্ষ্মী সরকার ও গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা জয়দেব পাল। আলোচনার পর জেলাশাসক ত্রাণ, বার্ধক্য ও বিধবাভাতা সহ কিছু বিষয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়গুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন। কিন্তু যে সরকারি নীতির জন্য তন্তুজীবীদের জীবন বিপর্যস্ত, তা না পাল্টানো পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন ও তাকে বৃহত্তর রূপ দেবেন বলে কমিটির পক্ষ থেকে সঞ্জয় দত্ত ঘোষণা করেন।

বিদ্যাসাগর হোমের আবাসিকদের উপর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে
ডি এস ও'র আন্দোলন

মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হোমে দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের অব্যবস্থা, অনিয়ম ও হোমের মেয়েদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল। হোমের ছোট ছোট মেয়েদের সব্জি কাটা, রান্না করা থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকার কাজকর্ম করেই পড়াশুনা করতে হয়। এই সমস্ত কাজে এতটুকু অনিয়ম হলে চলে অত্যাচার। সম্প্রতি সবজির খোসা ছাড়ানোয় ত্রুটির অপরাধে একটি বাচ্চা মেয়েকে উত্তপ্ত লোহার রডের ছ্যাঁকা পর্যন্ত দেওয়া হয় বলে তাদের অভিযোগ। এদেরকে পচা ও খারাপ সব্জি খাওয়ানো হয়। সন্ধ্যা ৭টার পর আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেয়েরা পড়তে পারে না। প্রতিবাদ করলে জনৈক কর্মচারী প্রায়শই তাদের প্রতি অশালীন আচরণ করে। যে ১৪ জন আবাসিককে কলকাতার বেসরকারি নারীসেবা সংস্থায় বদলি করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে তাদের অভিযোগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলে ঐ কর্মচারী ও সুপার যোগসাজস করে তাদের বদলির চক্রান্ত করেছে। ডি এস ও'র মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে হোমের সমস্ত প্রকার অব্যবস্থা দূর করে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে ১৯ জুলাই বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি তিনদিনের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। ইতিমধ্যে গত ২২ জুলাই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিরা হোম পরিদর্শনে আসেন। বদলির সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত আছে বলে জানা যায়।

স্টাইপেন্ডের বকেয়া টাকার দাবিতে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বেশ কয়েকটি স্কুলের তপসিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীরা দু'বছর ধরে তাদের স্টাইপেন্ড-এর টাকা পাচ্ছে না। ডি এস ও'র নেতৃত্বে এই বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে বিভিন্ন স্কুলে সপ্তাহব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। গত ২৩ জুলাই স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে ডি এস ও'র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক কমরেড দীনেশ মহন্ত-র নেতৃত্বে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর একটি সুসজ্জিত মিছিল জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। তিনি দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে ৭ দিনের মধ্যে এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য যে গত ২২ জুলাই ইউনিসেফের আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে বালুরঘাট সংলগ্ন নালন্দা বিদ্যাপীঠের ১১৪ জন ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তাদের তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। এই ঘটনা প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের মধ্যে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে ডি এস ও'র নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে যান এবং অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে হাসপাতাল সুপার ও ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ডি এস ও দাবি করে অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে এবং আয়রন ট্যাবলেটগুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে। জেলা শাসক দুটি দাবিই মেনে নিয়ে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবি

প্রবল আন্দোলনের চাপে দিশেহারা রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী গত ২৬ জুলাই রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন সিইএসসি'র গ্রাহকদের বকেয়ার কিস্তি ২৪ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬০ মাস করার ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন — এই ঘোষণা প্রমাণ করেছে, বিদ্যুৎ আইনের ১০৮ ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকারের নির্দেশেই কমিশনের মাশুল ঘোষণা পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু রাজ্য সরকার গরিব-মধ্যবিত্তের বর্ধিত মাশুল কমানোর কোন নির্দেশ না দিয়ে শুধুমাত্র বকেয়া শোধের কিস্তি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থরক্ষাকারী তথাকথিত 'পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপের' নীতিকেই সমর্থন করল। তিনি বলেন, আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনকে তীব্রতর করার জন্য সকল বিদ্যুৎগ্রাহকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানালেন লাভপুরের মানুষ

বীরভূম জেলার লাভপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চূড়ান্ত অব্যবস্থায় এলাকার মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তাদের চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফেরাতে এলাকার মানুষ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্যরক্ষা কমিটি গঠন করে আন্দোলনে নেমেছেন। গত ১৯ জুলাই ৭ শতাধিক মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র বি এম ও এইচ-এর কাছে দেওয়া হয়। হাসপাতালে সর্বক্ষণ ডাক্তারের উপস্থিতি, ঔষধের ব্যবস্থা, সাপ ও কুকুরে কামড়ানোর প্রতিষেধক ওষুধ রাখা, শৌচাগার ব্যবহার উপযোগী করা, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার নিয়োগ প্রভৃতি দাবিতে এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শম্ভু ব্যানার্জী, মানস সিংহ, বিজয় দলুই এবং লালন দাস। এরপর এক মিছিল লাভপুর শহর পরিক্রমা করে।

ভর্তির দাবিতে দুর্গাপুরে ছাত্র বিক্ষোভ

এ আই ডি এস ও'র বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ২০ জুলাই মহকুমার মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে ও ফি-বৃদ্ধি ডোনেশন এবং অষ্টমশ্রেণীতে জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌনশিক্ষা চালু করার প্রতিবাদে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী মিছিল করে মহকুমা শাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।

সারা বছর কাজের দাবিতে নেতুড়িয়া ব্লকে ডেপুটেশন

পুরুলিয়া জেলার নেতুড়িয়া ব্লকের প্রায় আড়াইশ' মানুষ গত ১৯ জুলাই বেশ কিছু জুলন্ত দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। সমস্ত গরিব পরিবারকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করা ও সারা বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের কাজ গ্যারান্টি করা, বাঁশবনি মৌজার খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার দাবির পাশাপাশি দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তাঁরা জানিয়েছেন। পঞ্চকোট পাহাড়ে ১০০০ মেগাওয়াটের প্রস্তাবিত তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প হলে ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হবে ও হাজার হাজার আদিবাসী পরিবার বাস্তুচ্যুত হবে এই আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ ঐ প্রকল্প অন্যত্র করার দাবি তুলেছেন। পাশাপাশি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ধোঁয়া এলাকার পরিবেশকে যেভাবে দূষিত করছে সেটাও বন্ধ করার ব্যবস্থা তাঁরা চেয়েছেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ নবনী চক্রবর্তী, জিতেন মাজি, কৃষ্ণ বাউরি, বিমান ব্যানার্জী ও অনিল বাউরি।

মাদ্রাসা স্কুলে অভিভাবকদের আন্দোলনের জয়

মালদা মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে অতিরিক্ত ফি বাড়ানো হয়। বর্ধিত ফি দিতে না পারায় বহু ছাত্র পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এমনকী কম্পিউটার ফি না দিতে পারলে ছাত্রদের উপর শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত হয়। এর সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ডোনেশন, লাইব্রেরি ফি, গেম ফি, ম্যাগাজিন ফি ও কমনরুম ফি বাড়ানো হয়। এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে গঠিত মডেল মাদ্রাসা অভিভাবক কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় শতাধিক অভিভাবক ২৫০ জন অভিভাবকের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকপত্র ২১ জুলাই প্রধান শিক্ষকের কাছে পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের দাবি না মানায় প্রায় ৪ ঘণ্টা ঘেরাও করা হয়। অবশেষে প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের দাবি মেনে নিলে প্রায় শতাধিক ছাত্র-অভিভাবকের সুসজ্জিত বিজয় মিছিল শহর পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন অভিভাবক কমিটির সভানেত্রী রাবিয়া বিবি এবং এ আই ডি এস ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার।

মুম্বই হাইকোর্টের রায় ও প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন

একের পাতার পর

সিং বলেছিলেন, হাট থেকে বিষ কেনা অপরাধ, যদি তা হয় মানুষ মারার জন্য। কিন্তু যদি তা ইঁদুর মারার জন্য হয়, তাহলে তা অপরাধ নয়। সেইজন্য বন্‌ধের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপটটি বিচার করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ২৪ ঘণ্টার বাংলা বন্‌ধ ডেকেছিল এস ইউ সি আই। দাবি ছিল প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা পুনপ্রবর্তন করার। এই বন্‌ধ ভাঙার জন্য শাসকদল এবং সরকার পক্ষ সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কংগ্রেস, বিজেপি সহ তৃণমূলও ঐ বন্‌ধ-এর বিরুদ্ধে ছিল। কাগজে কাগজে লেখা হয়েছিল বন্‌ধ বেআইনী, বন্‌ধ করলে এস ইউ সি আই নেতাদের জেলে পোরা হবে। তা সত্ত্বেও জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বন্‌ধ সফল হয়েছিল। কোথাও জুলুম বোমাবাজি দূরের কথা, একটি ঢিলও পড়েনি। বন্‌ধে প্রতিফলিত জনমতকে মূল্য দিতে সরকার বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৮ একটানা ১৯ বছর লড়াইয়ের পর এই বন্‌ধের ফলেই প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পঠনপাঠন আবার শুরু করতে বাধ্য হয় বামফ্রন্ট সরকার।

সেদিনও এই বন্‌ধের জন্য কিছু মানুষের সাময়িক অসুবিধা হয়েছিল। যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটেছিল। দিন আনি দিন খাই মানুষের রুটি-রুজিতে টান পড়েছিল। তথাপি বন্‌ধ নিয়ে বিষোদগার কেউ করেননি, বলেননি বন্‌ধ করে কী হবে। বরং সমাজের উচ্চশিক্ষিত মানুষ থেকে ফুটপাতের সবজি বিক্রেতা পর্যন্ত বন্‌ধ সমর্থন করেছিলেন। জনসাধারণ সেদিন বুঝেছিলেন এই বন্‌ধ তুলে ধরেছে তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার দাবি। জনসমর্থনে সেদিন একথাই ব্যক্ত হয়েছিল, এতবড় শিক্ষা আন্দোলন তাঁদের ত্যাগ স্বীকার ছাড়া সফল হতে পারে না। তাই বন্‌ধের জন্য সাময়িক অসুবিধাকে তাঁরা স্বেচ্ছায় বৃহত্তর জনস্বার্থে বরণ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এস ইউ সি আই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আরও তিনবার বন্‌ধ ডেকেছে, প্রতিবারই রাজ্যের জনগণ তাতে ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছেন।

কাজেই বন্‌ধ কী উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে, সেই বনধের সঙ্গে জনস্বার্থের সম্পর্ক আছে কিনা, যারা বন্‌ধ ডেকেছে আন্দোলনের প্রশ্নে তাদের একাগ্রতা কতটুকু, আন্দোলনকে তারা সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে কিনা, নাকি অর্ধপথে আন্দোলনকে সমাপ্ত করে তারা ভোট রাজনীতিতে ফয়দা তুলতে চায় — এসব প্রশ্নের বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণকে এই দিকগুলি ভেবে দেখতে হবে।

উদ্দেশ্যকে বিচার না করে দু-চারজন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুম্বই হাইকোর্ট সমগ্র জনসাধারণের প্রতিবাদ করার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের যে রায় দিয়েছে তা একদিকে যেমন অগণতান্ত্রিক অন্যদিকে এর সামাজিক পরিণাম ভয়াবহ।

ধরা যাক, বন্‌ধ বন্ধ হয়ে গেল। মিছিল-মিটিং থেমে গেল। প্রতিবাদ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেল। আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। আমরা সবাই যার যার মতো শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইলাম, সমাজের কী হল না হল ভাবলাম না। তাহলেই কি আমাদের জীবনের সমস্যা মিটে যাবে। বন্‌ধ বিরোধীরা দিতে পারবে সেই গ্যারান্টি?

অন্যদিকে যদি শাসকরা জবরদস্তি ফ্যাসিস্ট কায়দায় প্রতিবাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারে, তবে প্রতিবাদহীন প্রতিকারহীন পরিবেশে আপনার সন্তানটির দশা যদি ওই মনোরমা দেবীর মতো হয় এবং তার জন্য যদি কেউ প্রতিবাদে এগিয়ে না আসে তবে আপনি দোষ দেবেন কাকে? যদি পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্য চাকরি থেকে ছাঁটাই হয় এবং সপরিবারে আপনারা যদি অনাহারের সামনে পড়েন তখন কি প্রতিবাদ করবেন ? নাকি বলবেন প্রতিবাদ করে কী হবে? বাস্তব পরিস্থিতিই আপনাকে ঠেলবে প্রতিবাদে জ্বলে উঠতে।

ফলে, একদিকে আন্দোলনবিরোধী চিন্তার বিস্তার অন্যদিকে বিচার বিভাগকে ব্যবহার করে আন্দোলনবিরোধী, বন্‌ধবিরোধী ফরমান জারির মধ্যে রয়েছে এক গভীর বিপদের ইঙ্গিত। কিছুদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের মিছিল-মিটিং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত রায় এবং সাম্প্রতিককালে মুম্বই হাইকোর্টের বন্‌ধের জন্য জরিমানা ধার্য করা — এসবের পিছনে রয়েছে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ তথা বুর্জোয়াশ্রেণীর গভীর ষড়যন্ত্র। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এতদিন বলতেন, বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ। কিন্তু বিচারবিভাগের তথাকথিত নিরপেক্ষতা বা আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা যা একদিন বজায় ছিল আজ সেটাও দ্রুত হারিয়ে যেতে বসেছে। বিচার বিভাগ সরাসরি বন্‌ধ নামক গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে।

বন্‌ধ বিরোধিতায় যে যুক্তিগুলি তোলা হচ্ছে সেগুলি হল — (১) বন্‌ধ ডেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে জুলুমবাজি চালায়; (২) বন্‌ধে উৎপাদন মার খায়, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের রোজগার মারা যায়; (৩) বন্‌ধ করে কিছু লাভ হয় না; (৪) প্রতিবাদ জানাবার তো অনেক পন্থাই আছে, বন্‌ধ ডাকা কেন; (৫) দেশের মানুষ বন্‌ধ চায় না; (৬) অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়। এই যুক্তিগুলিই সাধারণত বন্‌ধের বিরুদ্ধে নানাভাবে আসে।

আন্দোলনের একটা বিশেষ রূপ হিসাবে বন্‌ধ বামপন্থীদের উদ্ভাবিত পন্থা নয়। হরতাল বা বন্‌ধ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বহুবার হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণের নাগপাশ থেকে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বারবার হরতালের ডাক দিয়েছেন। সেদিন দেশের মানুষ কখনই বলেন নি, এতে তাঁদের অসুবিধা হয়েছে। দেশের মানুষ বরং হরতাল পালন করতে এসে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন। সেদিন হরতাল বিরোধী বা আন্দোলনবিরোধী কথা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের কণ্ঠে। তারাই ফরমান জারি করতো, সার্কুলার দিত যাতে ছাত্ররা আন্দোলনে সামিল না হয়। কুখ্যাত রাউলাট আইন এনেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্যই।

প্রশ্ন উঠেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, ইংরেজরা নেই, এখন সেই হরতাল, বন্‌ধ হবে কেন? একথা ঠিক ইংরেজদের শাসন-শোষণ আজ নেই। কিন্তু তার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়াদের শাসন শোষণ। তাই শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষাই নানান দাবির মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে বন্‌ধরূপে ফেটে পড়ে।

বন্‌ধে উৎপাদন ব্যাহত হয়, কোটি কোটি টাকা লোকসান হয় এ প্রশ্ন যাঁরা তুলছেন তাঁরা ভেবে দেখুন, কেন মালিক মাসের পর মাস কারখানা লকআউট করে উৎপাদন বন্ধ করে রাখে। উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা বাগান খোলার দাবিতে, উৎপাদন শুরু করার দাবিতে আবেদন - নিবেদন - ডেপুটেশন-কনভেনশন করেই চলেছেন। অথচ বাগান খোলার ব্যাপারে মালিকের উদ্যোগ নেই। ইতিমধ্যেই সহস্রাধিক শ্রমিক কাজ হারিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে-অপুষ্টিতে-রোগে ভুগে মারা গেছেন। গত ২ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১২টি চটকল বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৩০/৩৫ হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়ে পথে বসেছেন। এগুলি কি ধর্মঘটের জন্য বন্ধ হয়েছে? মালিকই তো লকআউট করে উৎপাদন বন্ধ করেছে। সরকারি হিসাবই বলে দেবে, এখন দেশে শ্রমিক ধর্মঘটের চেয়ে মালিকের লকআউট ক্লোজারে শ্রমদিবস নষ্ট হয় অনেকগুণ বেশি।

পরাধীন ভারতেও ইংরেজদের দালাল এক শ্রেণীর উচ্ছিষ্টভোজী মানুষ ধর্মঘট হলেই আর্থিক ক্ষতির প্রশ্ন তুলতো। সেদিন এর বিরুদ্ধতা করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন *"ধনীর আর্থিক ক্ষতি আর দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে — তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে..... ।"* এই অবস্থায় শ্রমিক যদি ধর্মঘটের পথে যায় সেটা কি অন্যায় হবে?

একথা ঠিক, একদিনের ধর্মঘটেও উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু মালিক লকআউট করে দিয়ে মাসের পর মাস উৎপাদন বন্ধ রাখে। একদিনের ধর্মঘটে যা ক্ষতি হয় মালিকের লকআউটে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিচারবিভাগ মালিকের লকআউটের জন্য শ্রমিক না খেয়ে মরলে তার কোন শাস্তি দেয় না। কিন্তু শ্রমিকের ধর্মঘটের জন্য উৎপাদন সামান্য মার খেলে জরিমানা ধার্য করে। বিচারবিভাগও যে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

বন্‌ধ করে কী হয় — এ প্রশ্নও তোলা হচ্ছে। অনেক সময় বন্‌ধ করে সরাসরি দাবি আদায় হয় না একথাও সত্যি। কিন্তু কেন হয় না? কারণ দাবি যতই ন্যায্য হোক সরকার এবং তার প্রভু বুর্জোয়াশ্রেণী ন্যায্য দাবি মানতে রাজি হয় না বলেই দাবি আদায় হয় না। তখন তাদের বাধ্য করতে দরকার হয় আন্দোলনের আরও চাপ। তখনই একদিনের বন্‌ধে কাজ হয়নি বলে লাগাতার বন্‌ধের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া জনগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ কোন একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে যখন বন্‌ধে পর্যবসিত হয়, দাবি আদায় না হলেও তার কি কোন মূল্য নেই? এর মধ্য দিয়ে মানুষ যে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায়, এর মূল্য কি কম? ধর্মঘট করে কী লাভ হিসেবী মনের এ প্রশ্নের উত্তরে *'পথের দাবী'তে সব্যসাচী বলেছেন, "বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে, জগতে সে শক্তি সত্য নয়?"* তারপর তিনি বলেছেন, *"নিছক বিপ্লবের জন্য বিপ্লব কোন দেশে বাধানো যায় না, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই। ...যে মূর্খ একথা জানেনা, শুধু মজুরির কমবেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে দেশেরও করে।"* ফলে বন্‌ধে শুধু আশু দাবি আদায়ই লক্ষ্য থাকে না, এর একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যও থাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের চেতনা জাগানো। তাই আন্দোলন বন্‌ধ সঠিক বিপ্লবী রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হলে তা মানুষকে প্রতিবাদী চরিত্র দেয়, উন্নত মূল্যবোধ দেয়।

যাঁরা বলেন, প্রতিবাদ জানাবার তো অনেক পথই খোলা আছে, বন্‌ধ ডাকা কেন। তাদেরও ভেবে দেখতে হবে নিছক প্রতিবাদ জানাবার জন্য তো প্রতিবাদ নয়। এর পেছনে থাকে প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষা। আবেদন নিবেদনে কর্তৃপক্ষ যদি সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে তাহলে বন্‌ধের দিকে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। জনগণের দাবির প্রতি সরকার ও শাসকদের উদাসীন মনোভাব, নির্লিপ্ত-

চারের পাতায় দেখুন

২ আগস্টের বন্‌ধ এস ইউ সি আই কেন সমর্থন করেনি

২ আগস্টের বাংলা বন্‌ধ সম্পর্কে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ জুলাই নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"সালিশী বিল কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন ভাঙার এবং গ্রামাঞ্চলে সিপিএমের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক ফ্যাসিস্ট আক্রমণ। এমনিতেই গ্রামাঞ্চলে পুলিশ প্রোটেকশন দিয়ে ক্রিমিন্যালদের আন্দোলনকারী জনগণ ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে সিপিএম ব্যাপক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। পঞ্চায়েত ও পুলিশের সাহায্যে বৈধ চাষীদের জমি থেকে উৎখাত, চাষ বন্ধ করে দেওয়া, কাজ বন্ধ করে দেওয়া, পাইকারী জরিমানা আদায়, সামাজিক বয়কট করানো, থানা ও আদালতে না যেতে দেওয়া, কেস তুলে নিতে বাধ্য করানো, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া, গ্রাম্য সালিশের নামে দলীয় একতরফা বিচার মানতে বাধ্য করানো এসব চলছেই। এইভাবে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারা আন্দোলন দমন করছে ও ভোটে ব্যাপক রিগিং করছে। এই সালিশী আইনের দ্বারা এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণগুলিকে বৈধতা দেওয়া হবে ও আরো জোরদার করা হবে।

সিপিএম বলছে, এই বিলের খসড়া কংগ্রেসের পূর্বতন আইনমন্ত্রী করেছেন এবং বিজেপি'র প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন। এর দ্বারা এটাই পুনরায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএম অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে। ফলে বিজেপি'র জোটসঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের এই বিলের প্রতিবাদ করার কোন নৈতিক অধিকার নেই।

তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় ভোটের স্বার্থে আন্দোলনের নামে চমক সৃষ্টি করে প্রকৃত সুসংগঠিত, লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে থাকে। জনস্বার্থে নয়, গণআন্দোলনের লক্ষ্য নিয়ে নয়, স্রেফ বিগত ভোটে বিপর্যস্ত দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও ভাঙ্গন আটকানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আগে ও পরে কোন আন্দোলনের কর্মসূচি ছাড়াই ২ আগস্ট বাংলা বন্‌ধ ডেকেছে। আমরা এই বন্‌ধকে সমর্থন করছি না।

আমাদের দল কালা সালিশী বিল প্রত্যাহার, বিদ্যুৎ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা দাবিতে, শ্রমিক-কৃষক ও মহিলাদের নানা সমস্যা সমাধানে সুসংগঠিত লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কয়েক লক্ষ মানুষের মহামিছিল সংগঠিত করছে।"

কুলতলিতে ন্যায্য পাট্টাদারদের উচ্ছেদ করতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে সিপিএম

৩০ জুলাই এস ইউ সি আই রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলেন ঃ

''দীর্ঘদিন ধরে কুলতলিতে সিপিএম আশ্রিত সমাজবিরোধীরা ব্যাপক সন্ত্রাস, হত্যা, বর্গাদার উচ্ছেদ এবং লুঠপাট চালিয়ে আমাদের সংগঠিত এলাকা দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সিপিএম রাজত্বের ২৭ বছরে আমাদের দলের শতাধিক নেতা ও কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের সময় থেকে শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সংগঠনকে ভাঙতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এরা যতই এলাকা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে, ততই পুলিশ প্রশাসন ও সমাজবিরোধীদের সাহায্যে মাত্রাছাড়া সন্ত্রাসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কুলতলিতে এই চাষের মরশুমে সিপিএম-সমাজবিরোধী এবং পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে দীর্ঘদিনের পাট্টাদার, রেকর্ডেড বর্গাদারদের উচ্ছেদের কাজে লিপ্ত। সরকারি সিদ্ধান্ত ঃ রেকর্ডেড বর্গাদার এবং পাট্টাদারদের চাষের কাজে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য দেওয়া হবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে গত ২৭ জুলাই নলগড়ায় চাষের কাজে ব্যস্ত বর্গাদার পরিতোষ মান্নার ওপর সিপিএম সমাজবিরোধীরা আক্রমণ চালায়। এর পরে বি এল আর ও অফিসের কর্মীদের উপরও একইভাবে আক্রমণ করে। এই ঘটনার পরে দুষ্কৃতীরা নলগড়া হাটে আবার হামলা চালায় এবং মান্নান পুরকায়েতের বাড়িতে ব্যাপক লুঠতরাজ করে এবং চাষের যন্ত্রপাতি, মোটরসাইকেল, ১৫ হাজার টাকা সহ অন্যান্য জিনিস লুঠ করে নিয়ে যায়। এই হামলা প্রতিরোধ করতে গেলে স্থানীয় এস ইউ সি আই নেতা কমরেড শঙ্কর ভাণ্ডারী এবং শহীদ কমরেড অশোক হালদারের স্ত্রী নেত্রী কমরেড আশা ভাণ্ডারী ও অন্যান্য কর্মী-সমর্থকদের ওপর সিপিএম দুষ্কৃতীরা ব্যাপক হামলা চালায়। আশা ভাণ্ডারী, শঙ্কর ভাণ্ডারী সহ চারজনকে সিপিএম অফিসে আটক করে রাখে। নলগড়া হাটে পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এরপর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ওই চারজনকে রায়দিঘি থানার পুলিশ উদ্ধার করে। লজ্জার বিষয়, আক্রান্তদের উদ্ধার করার নামে এদের কুলতলি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং কুলতলি থানা তাদের জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে কোর্টে চালান করে দেয়।

২৯ জুলাই বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইত উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। পুলিশের উপস্থিতিতেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে অত্যাচারিত মানুষ সিপিএম সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রবোধ পুরকাইতের কাছে অভিযোগ করেন।

প্রবোধ পুরকাইত এলাকা পরিদর্শন করে ফিরে আসার পরই সিপিএম দুষ্কৃতীরা সোনাটিকরি হাটে প্রভাস মণ্ডল এবং শরৎপল্লির শশধর মিস্ত্রিকে প্রচণ্ড মারধোর করে এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয় এবং কয়েকটি বাড়ি আবার ভাঙচুর করে। ২৭ জুলাই-এর আক্রমণে আহত আমিনা মিস্ত্রি এবং সুচিত্রা নস্করকে নিমপীঠ হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের পুলিশ প্রশাসনকে অবহিত করা সত্ত্বেও সিপিএমের সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। আমরা অবিলম্বে এই সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এবং পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে সিপিএমের এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।''

বহরমপুরে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা রাজ্যে বেকারির ভয়াবহতাকেই প্রমাণ করল

বছর কয়েক আগে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল এক যুবক পরীক্ষার্থীর, আহত হয়েছিলেন অসংখ্য। গত ২৬ জুলাই বহরমপুরে প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল। যদিও এবার কারও প্রাণহানি হয়নি। সেখানে ৬০টি পদের জন্য পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন ৪০ হাজার যুবক।

পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের আগের রাতেই তাঁরা বহরমপুর শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন; রাতে মাথা গোঁজার ঠাঁইও সকলের জোটেনি। ভোর হওয়ার আগেই হাজারে হাজারে যুবক বহরমপুর স্টেডিয়ামে পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে লাইনে দাঁড়ান। স্টেডিয়ামের একটি গেট খোলার খবরে চাকরি পাবার আশায় উন্মুখ এই যুবকদের মধ্যে স্বভাবতঃই প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি পড়ে যায় আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য। এই অবস্থায় পুলিশের লাঠিচার্জে বিশৃঙ্খলা চরমে ওঠে এবং ১৩ জন যুবক ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে প্রচণ্ড আহত হন। বেশ কয়েকজনের অবস্থা হয় আশঙ্কাজনক।

জেলা প্রশাসন ও পুলিশের কর্তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, মাত্র ৬০টি পদের জন্য যে প্রায় ৪০ হাজার যুবক পরীক্ষা দিতে আসতে পারে — এ নাকি তাদের কল্পনাতেও ছিল না। এতেই বোঝা যায়, দেশে বেকারির বাস্তব ছবিটার সাথে সরকারি কর্তাদেরই কোনও পরিচয় নেই। রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর প্রকাশিত ২০০৩-০৪ সালের আর্থিক সমীক্ষাতেই দেখা যাচ্ছে যে, এ রাজ্যে বছরে বছরে বেড়ে যাচ্ছে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা। ২০০১ সালে মোট নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ৬২ লক্ষের মতো; মাত্র দু'বছরে অর্থাৎ ২০০৩ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ লক্ষেরও কিছু বেশিতে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় আর্থিক সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যে সার্বিকভাবে কর্মহীনতার সমস্যা জাতীয় গড়ের তুলনায় দ্বিগুণ হারে বেড়েছে। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যার দিক থেকেও গোটা দেশের ভিতরে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে রয়েছে। অন্যদিকে ভূমিসংস্কার ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিয়ে রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার যতই ঢাক-ঢোল পেটাক না কেন, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পরিসংখ্যান বলছে — গ্রামীণ এলাকায় কর্মহীনের সংখ্যার দিক দিয়েও গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথমে। এ রাজ্যে শুধু গ্রামীণ এলাকাতেই বেকারের সংখ্যা ৩১ লক্ষ ২৭ হাজার।

এই অবস্থায় কোথাও কর্মী নিয়োগের সংবাদ বা ঘোষণা, পদের সংখ্যা সেখানে যত কমই হোক না কেন, কর্মহীনতায় দিশাহারা যুবকদের মনে যে কী আশার সঞ্চার করে, তা বোঝার ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্তারা হারিয়েছেন। তাই ৬০টি পদের জন্য ৪০ হাজার যুবককে জড়ো হতে দেখলে তারা বিস্মিত, বিরক্ত হন। এ ব্যাপারে সেনাকর্তাদের বক্তব্য আরও লজ্জাকর। পদপিষ্ট হয়ে আহত হওয়ার ঘটনার পর ভারপ্রাপ্ত সেনা অফিসার বলেছেন, ঘটনা যেহেতু সেনাছাউনির বাইরে ঘটেছে তাই এ ব্যাপারে তাদের কোন দায়িত্ব নেই। এ বক্তব্য বেতনভুক সরকারি আমলা বা পুলিশ কর্তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। অথচ, এই সেনাদের 'দেশভক্তি' নিয়ে কী তুমুল প্রচারই না চালানো হয়। আসলে এই সেনাদের কাছে 'দেশ' মানে একটা প্রতিষ্ঠান, যার কাছ থেকে সে বেতন পায়।

এই ঘটনায় মর্মাহত যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও ২৭ জুলাই জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়ে বলে, ''এই বেদনাদায়ক ঘটনা প্রমাণ করল আমাদের রাজ্য তথা মুর্শিদাবাদ জেলার বেকার সমস্যা কত তীব্র ও ভয়াবহ। বেকারির জ্বালা বুকে নিয়ে কাজ পাবার আশায় যে কিশোর ও যুবকেরা শহরে এসেছিল, তারা দেশের সম্পদ হলেও, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে এদের জীবনের কোন মূল্য নেই। তাই বেকার সমস্যা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই সরকারগুলি গ্রহণ করছে না। বরং বেকারদের প্রতারণা ও হয়রান করছে।'' ২৭ জুলাই বহরমপুর ফৌজদারি কোর্টের সামনে ডি ওয়াই ও এবং ছাত্র সংগঠন ডি এস ও'র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বোলপুর শহরের মধ্য দিয়ে পুনরায় বাস চালুর দাবি

বোলপুর শহরের মধ্য দিয়ে যাত্রীবাহী বাস চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসা সাধারণ মানুষ, ছাত্রছাত্রী এবং নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের খরচ এবং হয়রানি বহুগুণ বেড়ে গেছে। যানজট মুক্ত শহর গড়ার অছিলায় যাত্রীবাহী বাস তুলে নিলেও ট্যুরিস্ট বাস, ট্রাক-ট্রলি এবং অন্যান্য গাড়ি চলছেই। শহরে যাতায়াত খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায় তার প্রভাব পড়ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরাও বিপন্ন বোধ করছেন। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই বোলপুর লোকাল কমিটি মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে পুনরায় শহরের মধ্য দিয়ে বাস চালুর দাবি জানিয়েছে। বোলপুর ব্যবসা বাঁচাও সমিতি এবং এস ইউ সি আই যৌথভাবেও মহকুমা শাসক, জেলাশাসক, এবং আর টি ও'র নিকট একই দাবি জানিয়েছে।

মুম্বই হাইকোর্টের রায়

তিনের পাতার পর

নির্বিকার মানসিকতাই বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে জনগণকে ঠেলে দেয়। ফলে কোনও আন্দোলন কী রূপ নেবে তা নির্ভর করে দাবির প্রতি শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির উপর।

এছাড়া কিছু কিছু মুহূর্ত আছে যখন বন্ধ তৎক্ষণাৎ ডাকতে হয়। যেমন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, গণআন্দোলনে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ বন্ধ ডাকতে হয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় সমস্যার কোন প্রতিকার না পেয়ে জনগণ নানা অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্ধ করছেন। তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করার জন্য এ সবের প্রয়োজন আছে। তা না হলে একটা জাতির ক্লীবত্বই ধরা পড়ে।

বন্ধের বিরোধিতা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন, বন্ধে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অসুবিধা হয়। অসুবিধা কিছুটা যে হয় না তা নয়। রোগীর চিকিৎসা গুরুত্বপূর্ণ ভেবেই বন্ধকারীরা ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, দুধ ও জল সরবরাহ, টেলিফোন, শ্মশান প্রভৃতিকে বন্ধের আওতার বাইরে রাখে। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বন্ধের কোন প্রভাব পড়ে না। বন্ধের দিন যাত্রীবাহী বাসগুলি চলাচল করে না। আর এই বাসগুলিতে রোগী নিয়ে আসা নেহাৎই কম। পশ্চিমবঙ্গে বহু ব্লক আছে যেখানে রোগীর বাড়ি থেকে ৬০/৭০ কিলোমিটারের মধ্যে কোন হাসপাতাল নেই, গ্রামে যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি আছে সরকার সেগুলি তুলে দিচ্ছে। গ্রামে নিযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের পর্যন্ত ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে, পথ্য চার্জ নেওয়া হচ্ছে, হাসপাতালকে ব্যয়বহুল নার্সিং হোম বানানো হচ্ছে। এর ফলেই রোগীর চিকিৎসা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য ২০০১ সালে এস ইউ সি আই বাংলা বন্ধ ডেকেছিল। মানুষের ছিল অভূতপূর্ব সাড়া। বন্ধের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার্জ কমেছিল।

বন্ধ আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। এই অস্ত্রের ব্যবহারও খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে করা উচিত। কিন্তু বিগত ২৫/২৬ বছর ধরে দেখা গেছে সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি মেকি বামপন্থী দল এবং ইদানীং তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ করে বন্ধ ডেকে দেয়। সিপিএম সরকারি শক্তি, দলীয় জোর খাটিয়ে, আর কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলের মতো দক্ষিণপন্থী দলগুলি ভয়ভীতি ছড়িয়ে বন্ধ করে। তৃণমূল স্তর থেকে জনসাধারণকে সচেতন করে ধাপে ধাপে আন্দোলনগুলি গড়ে তোলার পরও যদি দেখা যায় সরকার দাবি পূরণে উদাসীন, তখন জনসাধারণই বৃহত্তর রূপে আন্দোলনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। এই অবস্থায় বন্ধ ডাকলে জনগণ তাদের উপর বন্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন না। কিন্তু সিপিএম, সিপিআই, তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনের এই দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য পথ কোনকালেই গ্রহণ করেনি। কারণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য চেষ্টা করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাদের লক্ষ্য জনগণের শাসক দল বিরোধী বিক্ষোভকে ভোটের কাজে লাগানো। ফলে তাদের ডাকা ঘন ঘন বন্ধকে মানুষ নিজেদের আন্দোলন হিসাবে দেখেনি। এদের এই ভূমিকাই বন্ধের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রকে গুরুত্বহীন ও ভোঁতা করে দিচ্ছে এবং জনগণের একাংশও এদের এহেন ভূমিকায় বিরক্ত হয়ে বন্ধ বিরোধী মানসিকতা ব্যক্ত করছেন। এই মানসিকতাকে উস্কে দিয়ে প্রচার মাধ্যম বন্ধ বিরোধী প্রচারে মেতে উঠেছে। কিন্তু জনসাধারণকে বুঝতে হবে, বন্ধ-বিরোধী বা আন্দোলনবিরোধী প্রচার তাদের জীবনের সমস্যা দূর করবে না। জীবনের সমস্যা দূর হবে গণআন্দোলন ও কালক্রমে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

ফলে বন্ধ হবে কি হবে না তা নির্ভর করছে জনগণের উপর বুর্জোয়াদের এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ নিপীড়ন-বঞ্চনার অবসান হবে কী হবে না তার উপর। যতদিন ক্ষোভের কারণ সমাজে বিদ্যমান থাকবে ততদিন বিক্ষোভও নানারূপে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিকারের দাবি জানাবে।

আক্রমণ ও সন্ত্রাসের মধ্যেও লড়ছে কলম্বিয়ার শ্রমিকশ্রেণী

কলম্বিয়ার মার্কিন বহুজাতিক কোকাকোলা কোম্পানির শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন Sinaltrainal-এর আহ্বানে ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাস্ক কাউনটি প্রভৃতি দেশ থেকে আসা ৬০ জন শ্রমিক প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক ক্যারাভান গত ২০ জুন থেকে ২৬ জুন কলম্বিয়া সফর করে এসেছে। কলম্বিয়ায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং মার্কিন বহুজাতিকগুলির ভাড়াটে ঘাতকবাহিনী সৃষ্ট সন্ত্রাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে কলম্বিয়ার শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াইগুলি চালাতে গিয়ে প্রতিদিন নির্মম সন্ত্রাসের বলি হচ্ছে। সেই কাহিনী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা এবং পাশাপাশি কলম্বিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি জানানোই ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক ক্যারাভানের কলম্বিয়া সফরের মূল লক্ষ্য।

কলম্বিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও খেটে খাওয়া মানুষের নিত্যকার সংগ্রামের কিছু ছবি বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার বিভিন্ন সময়ের রিপোর্টে ফুটে উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ''ইউনিয়ন গঠন করার ব্যাপারে আজকের বিশ্বে সবচাইতে বিপজ্জনক দেশ হলো কলম্বিয়া। প্রতিদিন সারা বিশ্বে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা আন্দোলন করতে গিয়ে যদি ১০ জন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী সংগঠকের মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপ ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে সন্ত্রাসকবলিত কলম্বিয়ায়।'' আর আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা তথা আই এল ও রিপোর্ট বলছে, ''ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার ব্যাপারে সব চাইতে অরক্ষিত হচ্ছে কলম্বিয়ার শ্রমিকরা। ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার যে ন্যূনতম অধিকার আই এল ও সনদে স্বীকৃত আছে তা থেকেও কলম্বিয়ার শ্রমিকরা বঞ্চিত।'' (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, (নিউ ইয়র্ক) ১০-৬-০৪)। মানবাধিকার সংস্থাগুলির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত ৫ বছরে ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে ৩৮০০ জনেরও বেশি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও সংগঠককে সরকারি পুলিশ বাহিনী এবং মার্কিন বহুজাতিকগুলির ভাড়াটে ঘাতকবাহিনী হত্যা করেছে। অপর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বর্তমান প্রেসিডেন্ট অ্যালভারো উরিবে'র ক্ষমতায় বসার ১ বছরের মধ্যে কৃষক সংগঠক, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, ছাত্র সংগঠক, মানবাধিকার কর্মী ও সাধারণ মানুষ মিলিয়ে মোট ২৪০০ জনকে হত্যা করেছে সরকারি পুলিশ ও ভাড়াটে ঘাতকবাহিনী। এদের অপরাধ, এরা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একই সময়ে একই অভিযোগে ৫ হাজার মানুষকেও বিনাবিচারে আটক রাখা হয়েছে।

কলম্বিয়ায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ভাড়াটে বাহিনীর সন্ত্রাস কায়েম করার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। তার মধ্যে প্রধান কারণটি হল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এবং মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলি চাইছে না তাদের কয়েক দশকের লুঠের বাজার কলম্বিয়া তাদের হাতছাড়া হয়ে যাক। তারা ভাবছে, কলম্বিয়ার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিলে তারা ইউনিয়ন গঠন করে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে এবং চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন শুরু করবে ; এর ফলে বহুজাতিকগুলির মুনাফায় টান ধরবে। তদুপরি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কলম্বিয়ায় গণআন্দোলনের যে জোয়ার সৃষ্টি হবে তাতে তাদের সাধের লুঠের বাজারটি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খনিজ তেল তথা পেট্রোলিয়ামে অত্যন্ত সমৃদ্ধ কলম্বিয়া। তেল উত্তোলনের ক্ষেত্রে 'ওপেক'-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কলম্বিয়া পঞ্চম স্থানে। ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ তৎকালীন কলম্বিয়া সরকার নামমাত্র মূল্যে ১০০ বছরের লীজ মেয়াদিতে সে দেশের বিশাল তেলভাণ্ডারটি দু'টি মার্কিন বহুজাতিক তেল কোম্পানি এক্সন-মোবিল ও অসিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের হাতে তুলে দেয়। তেলবেচা অর্থের মাত্র ২ শতাংশ রয়ালটি বাবদ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে, এটাই ১০০ বছরের লীজ মেয়াদির প্রধান শর্ত। যদিও রয়ালটি বাবদ পুরো অর্থটা সরকারি কোষাগারে জমা না হয়ে বেশিরভাগটাই চলে যায় প্রশাসন কর্তাদের ব্যক্তিগত কোষাগারে। খনিজ তেল ছাড়া, দামি পাথর ও বনজ সম্পদও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে কলম্বিয়ায়। এ-সবেতেও ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে মার্কিন বহুজাতিকগুলি। স্বভাবতই বহুজাতিকগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেখ্‌ভালের প্রয়োজনেই কলম্বিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলি কলম্বিয়ায় কী পরিমাণ লুঠতরাজ চালাচ্ছে? কোকাকোলা কোম্পানি কলম্বিয়ায় ব্যবসা শুরু করে ১৯৪২ সালে। মাত্র ১০ হাজার ডলার বিনিয়োগ করে প্রথম কারখানা খোলা হয় ম্যাডেলিন শহরে। ৬০ বছর ব্যবসা চালাবার পর কোকাকোলা কোম্পানির রাজস্ব ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫ হাজার গুণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই সম্পদ বৃদ্ধির পেছনে যেমন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অবদান রয়েছে, তেমনি আছে কোকাকোলা কোম্পানির শ্রমিক শোষণ ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি। ভাড়াটে ঘাতকবাহিনীর সাহায্যে শ্রমিকদের গুমখুন, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি চালিয়ে একটা ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরি করে শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার আন্দোলন থেকে নিরস্ত করে রেখে কার্যত কয়েক দশক ধরে কোকাকোলা কোম্পানি শ্রমিকদের স্বল্প মজুরিতে খাটিয়ে নিচ্ছে।

চার কোটি চল্লিশ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত কলম্বিয়ায় ৬৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ১০ লক্ষ হচ্ছে খুবই গরিব। এদের একবেলা খাবারও জোটে না। বেকারির হার ১৫ শতাংশ। ৬১ শতাংশ চাকরিজীবীই অসংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত। ৩৫.৫ শতাংশ হচ্ছে ছদ্ম বেকার। যে দেশে এত সম্পদ সে দেশের মানুষের এই শোচনীয় হাল কেন? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ।

এছাড়া রয়েছে করবৃদ্ধি, খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশচুম্বি মূল্যবৃদ্ধি। সংস্কারের নামে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহনকে ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেওয়ার ফলে এক্ষেত্রগুলিতে যেমন প্রচুর শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, তেমনি এই পরিষেবাগুলি ক্রমেই সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। গ্রামীণ কলম্বিয়াতে দু'দশক আগেও শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৮০০ জন। যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, জণ্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে অতীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ইদানীং এসব রোগের হাত থেকে পুরোপুরি না হলেও খানিকটা মুক্তি পেয়েছে গ্রামীণ কলম্বিয়া, সেই সাথে শিশুমৃত্যুর হার কমে গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে ৩০০ জন। হাজার পিছু শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার পেছনে রয়েছে দু'দশক ধরে সমাজতান্ত্রিক কিউবার ৭০০ জন চিকিৎসকের নিরলস পরিশ্রম এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা। (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, (নিউ ইয়র্ক) ১১-৯-০৩)।

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রতিরোধের তীব্র ঝড়ে পুতুল সরকার কাঁপছে

একের পাতার পর

সৈন্যদের আর্তস্বর ফুটে উঠেছে তৃতীয় ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের স্টাফ সার্জেন্ট রোবিনসনের কথায়, — ''যথেষ্ট হয়েছে, ওরা আমাদের খুন করছে।'' এই চরম বিরক্তি ও বেপরোয়া ক্ষোভ আরও পরিষ্কার মাস্টার সার্জেন্ট সি জে নাউজের কণ্ঠে। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘ ৪ মাস দেশে দেশে ঘোরার প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে তিনি বলেন যে, ''এভাবে কাজ করা অসম্ভব! আমরা রিজার্ভ বাহিনীর সদস্য হিসাবে জাতীয় নিরাপত্তার নামে কখনও বসনিয়া, কখনও অন্যত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর আমাদের পরিবার কষ্ট পাচ্ছে। আমাদের কথা কে ভাবে? এ মেনে নেওয়া যায় না। হয় আমাদের ঘরে ফিরতে দাও, নতুবা কিছুদিনের মধ্যেই সেনারা দলে দলে বাহিনী ত্যাগ করবে।'' ('ট্র্যাভেলার সোলজার অন লাইন')।

সত্যি বলতে, গোটা বাহিনীই প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। মার্কিন বাহিনীর ওয়ার কলেজ থেকে প্রকাশিত 'স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে'র এক রিপোর্টেই এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। রয়টারের রিপোর্ট অনুযায়ীও দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সেনাবাহিনীতে আত্মহত্যার হার বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, ইরাক থেকে ফিরে আসা মার্কিন সেনাদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন পরবর্তীকালে তীব্র মানসিক অবসাদে ভোগার পর তা থেকে নানারকম মানসিক রোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

প্রতিদিন তীব্র আক্রমণের সামনে পড়ে, মার্কিন সৈন্যদের কাছেও ধীরে ধীরে এই সত্য পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, তাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে এতদূরে পড়ে আছেন দেশের মানুষের কোনও ভালর জন্য নয়, শুধুমাত্র বড় বড় মালিকদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য। গত ৪ মার্চ, 'ইনটারভেনশন ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত একটি সাক্ষাতকারে একজন সৈন্য বলেছে, ''দেশে আমাদের এত সমস্যা, এত চাহিদা, অথচ সরকার এখানে টাকা ওড়াচ্ছে। ইরাক পুনর্গঠনের নামে হ্যালিবারটনের মত কোম্পানিগুলি সরকারি টাকায় ঠিকাদারি নিয়ে বিশাল মুনাফা করছে, আর দেশে মানুষ অভাবে দিন কাটাচ্ছে। আসলে ওরা দেশের জনসাধারণের পকেট কাটছে। আর আমরা ওদেরই নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমাদের এখানে দায়িত্বের একটা বড় অংশই হল হ্যালিবারটনের কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আমরা যদি সত্যিই এই চক্র থেকে মুক্তি পেতে চাই, আমাদের দেশে ফিরে যেতে হবে।''

এই যখন অবস্থা, দেশে যুদ্ধবিরোধী মানুষ ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা সবাই যখন যুদ্ধ বন্ধ করে দেশে ফিরতে চাইছে, তখনও সরকারি রিপাবলিকান ও বিরোধী ডেমোক্রাট দুই রাজনৈতিক শক্তিই বলে চলেছে প্রকারান্তরে একই কথা। জর্জ বুশের প্রশাসন যে কোনওভাবে দখলদারি বজায় রাখতে মরিয়া। অন্যদিকে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জন কেরি দাবি জানাচ্ছেন যে, তিনি ইরাক পরিস্থিতিকে অনেক কার্যকরীভাবে সামাল দিতে পারবেন। অর্থাৎ কেউই যুদ্ধ বন্ধের বা দখলদারির অবসানের কথা বলছে না। অর্থাৎ উভয়েই একই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থের রক্ষক। তাই যুদ্ধবিরোধী শক্তিকে আজ তাদের দাবির সপক্ষে তীব্র আন্দোলনের পথে নামতে হবে, যাতে মার্কিন সরকার বাধ্য হয় সাধারণ মানুষ ও সৈনিকদের দাবি মেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে ও সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনতে। এছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, ২৯-৭-০৪)।

শিকাগো

পথ অবরোধের মাধ্যমে ধর্মঘটের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

রাস্তা অবরোধকে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে গণ্য করে থাকে পশ্চিম দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। ২০০৩ সালের মে-জুন মাসে ফ্রান্সে পেনশনের দাবিতে ধর্মঘটে সে দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে রাস্তা অবরোধের কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে। সম্প্রতি লন্ডনে মেট্রো রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময়ে তারা রাস্তা অবরোধ করেছে। অধুনা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শিরোমণি এবং আমাদের দেশের উদারীকরণের প্রবক্তাদের মডেল আমেরিকার শিকাগো শহরে। এই শহরের কংগ্রেস প্লাজা হোটেলের কর্মচারীরা তাদের এক বছরব্যাপী ধর্মঘটের পূর্তি দিবস পালন করল ১৫ জুন সকালে অফিস টাইমে শিকাগো শহরের ব্যস্ততম রাস্তা শিকাগো অ্যাভেনিউ অবরোধ করে। এই অবরোধের ফলে যানজটের ঠেলায় অনেক অফিসবাবুই সেদিন সময় মতো অফিসে পৌঁছাতে পারেননি।

৮৫০টি শয্যা বিশিষ্ট কংগ্রেস প্লাজা হোটেলটি হচ্ছে শিকাগো শহরের ৫ম বৃহত্তম হোটেল। মালিক হোটেল কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো ও স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবি তো মানেইনি, উপরন্তু হোটেল কর্মচারীদের মাসিক বেতন ৭ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে গত বছরের ১৬ জুন থেকে এবছরের ১৫ জুন পর্যন্ত হোটেল কর্মচারীদের দীর্ঘ ১ বছরব্যাপী ধর্মঘট শিকাগো শহরে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। এই ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানাতে শিকাগো শহরের অটোমোবাইল শ্রমিকরা ১ দিন ধর্মঘট পালন করেছে এবং এ এফ এল-সি আই ও'র ডাকে শিকাগো শহরে একদিন শিল্প ধর্মঘট ডাকা হয়। সুদূর ফিলিপাইনে (একই মালিকের কারখানা) গেলমার্ট ইনডাস্ট্রিজ-এর শ্রমিকরা কংগ্রেস প্লাজা হোটেলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি জানানোর জন্য ২০০৩ সালের জুলাই মাসে একটি বিশাল মিছিল বার করে এবং এ বছরের মার্চ মাসেও তারা ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে মিছিল করেছে। (ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, (নিউ ইয়র্ক) ১-৭-০৪)

কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জী ছিলেন উন্নত হৃদয়ের অধিকারী — প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই দলের মেদিনীপুর জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জী গত ১৪ জুলাই ৭৬ বছর বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২৪ জুলাই মেদিনীপুর শহরে বিএড কলেজ হলে প্রয়াত কমরেড মুখার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা। গভীর শ্রদ্ধা আবেগে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ সৌমেন বসু, পঞ্চানন প্রধান, দিলীপ মাইতি, বিমল জানা, অমল মাইতি ও সুনীতি গুপ্ত। এছাড়া দিলীপ ব্যানার্জী, নাজিম আহমেদ প্রমুখও বক্তব্য রাখেন।

দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ স্মরণসভায় আসতে না পেরে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠান। সেটি পাঠ করেন কমরেড মানব বেরা। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

''প্রিয় কমরেডস্, মেদিনীপুর জেলার সকল কমরেডের অত্যন্ত শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পাত্র কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জীর মৃত্যু সকলের কাছেই বেদনাদায়ক। আজ মনে পড়ছে, ১৯৭৪ সালে কমরেড দিলীপ ব্যানার্জীর মাধ্যমে কমরেড ফুলদার (শম্ভুনাথ মুখার্জী) সাথে তাঁদের বাড়িতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর একটি অবিস্মরণীয় উক্তি আজও বারবার আমার স্মরণ হয়। আলাপ পরিচয়ের পরই তিনি বললেন, 'দিলীপের মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের কয়েকটি পুস্তক পড়েছি। ছোটবেলায় বিবেকানন্দের বই পড়লে যেমন প্রেরণা পেতাম, শিবদাস ঘোষের ভাষণ আমায় একই রকম প্রেরণা দিচ্ছে। আমি তো রোগে ভুগে ভুগে মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম, আবার যেন নূতন প্রাণ পাচ্ছি।' মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আর বুঝলাম ইনি অনেক উচ্চমানের। যত দিন গেছে, যত তাঁকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি, তত এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তিনি যে সত্যিই নূতন প্রাণ পেয়েছেন, রোগজর্জরিত জরাগ্রস্ত অক্ষম দেহে মনে যে নূতন যৌবনের কর্ম উদ্দীপনা ফিরে পেয়েছেন, এটা শুধু দলের কর্মীরাই নয়, তাঁর আত্মীয় পরিচিতরা সকলেই নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। তাঁর কৈশোর যৌবন গড়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র - দেশবন্ধু - নেতাজী - ক্ষুদিরামদের মানবতাবাদী দেশাত্মবোধের প্রভাবে। এঁরাই সেদিন তাঁর মননজগতকে আলোকিত করেছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁর চিত্ত যখন অবসন্ন সেই সময়ই তিনি নিতান্ত আকস্মিকভাবে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার সংস্পর্শে এসে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেন।

যখন তিনি দলের সাথে যুক্ত হন, তখন মেদিনীপুর জেলায় পার্টির ব্যাপ্তি খুবই স্বল্প ছিল। মেদিনীপুর শহরে ২/৩ জন বহিরাগত ছাত্র কমরেড ছাড়া আর কিছুই প্রায় ছিল না। এই শহরে পার্টির সামাজিক সমর্থন গড়ে তোলায় এবং সংগঠন বিস্তারে এই রোগজীর্ণ কমরেডটি অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ায় ফলে যাতায়াত, ঘোরাঘুরি করে কাজ করার তাঁর সামর্থ্য ছিল না। এই না করতে পারার বেদনাদায়ক অতৃপ্তি তাঁকে অনুক্ষণ পীড়া দিত। অতি কষ্টে যতক্ষণ সামান্য চলাফেরা করতে পারতেন, দলের কোন কর্মসূচিতে যাওয়া থেকে তাঁকে নিরস্ত করা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। অত্যন্ত আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে ছুটে যেতেন, গিয়ে যে তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন তার তলায় সকল কষ্টভোগ ক্লান্তি তলিয়ে যেত। একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে কখনও না যেতে পারলে উদ্বেগে ছটফট করতেন ; দেহ শয্যাশায়ী থাকলেও মন চলে যেত দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে, উন্মুখ হয়ে থাকতেন কখন কমরেডরা ফিরে আসবে, তাদের কাছ থেকে শুনবেন আন্দোলনের কর্মসূচি কী রকম হয়েছে, কোন্ মনীষীর স্মরণ দিবস কেমন উদ্‌যাপিত হয়েছে। পার্টির জনসভায় কোন্ নেতা কী বলেছেন, বারবার প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন।

বাক্যের বাহুল্য নেই, শব্দের ঘনঘটা নেই, নাম-যশ-পদের আকাঙ্ক্ষা নেই, ব্যক্তিগতভাবে পাওয়ার কোন কিছুই নেই, তিনি শুধু চেয়েছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের আরও অগ্রগতি হোক, যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর শক্তি আরও বৃদ্ধি হোক, দলের কর্মীদের চিন্তা ও চরিত্রের মানের আরও উন্নতি ঘটুক। কোথায় কী সংগঠন গড়েছেন, কাকে দলে যুক্ত করেছেন, কোন্ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, কবে কোথায় কী ভাষণ দিয়েছেন — বস্তুত এসব দিক থেকে তাঁর কোন পরিচয়ই নেই। কিন্তু এই সুপরিচিত পরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি অতি বিরল এমন কিছু স্বকীয় গুণাবলী ও চরিত্রের মাধুর্যের ছাপ পরিচিতজনদের বুকে রেখে গেছেন, যা অপরের বিবেককে, কর্তব্যবোধকে অনুক্ষণ জাগিয়ে রাখে।

শেষের দিকে যখন একাধিক রোগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তখনও কমরেড শিবদাস ঘোষের নানা মূল্যবান বক্তব্য, দলের কাজকর্ম, কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা এসব নিয়েই চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতেন। অসহ্য রোগ যন্ত্রণাকে তিনি নীরবে, নিঃশব্দে সহ্য করে গেছেন। দলের কাজের সাফল্যের খবর, আন্দোলনগুলির অগ্রগতির সংবাদ তাঁর সব যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিত। কর্মীদের তিনি সন্তানতুল্য ভালবাসতেন, পরম স্নেহে সাহায্য করতেন। ঐকান্তিকভাবে চাইতেন তারা কমরেড ঘোষের শিক্ষায় বড় হোক। কোন কাজ ঠিকমত না হলে, কর্মীদের কোন ত্রুটি দেখলে খুবই ব্যথা পেতেন। বাহ্যত বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হলেও তিনি বাস্তবে মনেপ্রাণে বাইরের পার্টি পরিবারের একজন হিসাবেই বিরাজ করতেন।

মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত অত্যন্ত সৎ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিষ্ঠাবান, নিরহঙ্কার ও নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী এই বিপ্লবী কমরেডের সংস্পর্শে যারাই এসেছে, তারাই কিছু না কিছু পেয়েছে, যা তারা কখনও ভুলতে পারবে না। এই কমরেডের স্বল্প বাক্যে, নির্বাক অভিব্যক্তিতে, চলনে আচরণে উজ্জ্বল চরিত্রের স্নিগ্ধ আভা অন্যদের মনকেও প্রভাবিত করত।

এখন দল বাড়ছে, আগামী দিনে আরও বাড়বে, সম্ভাবনাপূর্ণ বহু নূতন প্রাণ এদলে যুক্ত হবে, তাদের উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য বিগত দিনের কমরেড ফুলদার মত স্বল্প পরিচিত চরিত্রদের জানতে হবে। জানতে হবে কীভাবে এঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদর্শিত উন্নত সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন এবং মনুষ্যত্বের আলোকে তুলে ধরেছিলেন। এভাবেই বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে হবে।

প্রয়াত কমরেড শম্ভুনাথ মুখার্জীকে জানাই সশ্রদ্ধ লাল সেলাম।''

শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ সংগঠকের জীবনাবসান

গত ২০ জুলাই বিকালে মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুরে এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনার শিকার হয়ে দলের প্রবীণ সংগঠক এবং বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা কমরেড গিয়াস রেজানুর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইসলামপুর থানায় হুদা হেড়ামপুর হাইস্কুলের কার্যকরী প্রধান শিক্ষক হিসাবে দীর্ঘ শিক্ষক জীবন শেষ করে গত বছর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বিগত ৭০ দশকের মধ্যভাগে তিনি

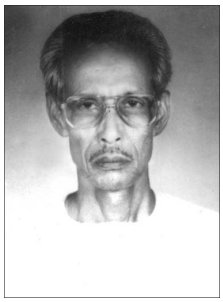

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন এবং দলের স্থানীয় সংগঠন এবং বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি আরও বেশি সময় দলের কাজে দিতে থাকেন এবং ছাত্রযুবকদের দলের সাথে যুক্ত করার কাজে ব্রতী হন। ২০ জুলাই তিনি শিক্ষক সংগঠনের স্থানীয় সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজে স্কুটার নিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ পরিবহনের বাসের ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে মারা যান। দুর্ঘটনার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় হাজার হাজার মানুষ স্থানীয় থানায় জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। পুলিশ ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে। খবর পাওয়ামাত্র দলের জেলা অফিস থেকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কুনাল বিশ্বাস ছুটে যান।

পরদিন ইসলামপুর বাসস্ট্যান্ডে তাঁর মরদেহ নিয়ে এলে বহু মানুষের সমাগম হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ সর্বস্তরের মানুষ ও দলের কর্মী, সমর্থকবৃন্দ রক্তপতাকায় ঢাকা মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আব্দুস সালাম এবং আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী মাল্যদান করেন। দলের আঞ্চলিক অফিসের রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয় এবং কর্মীরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন। ১ আগস্ট ইসলামপুর গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কলম্বিয়া

পাঁচের পাতার পর

পূর্বতন এই স্পেনীয় উপনিবেশ কলম্বিয়ার খেটেখাওয়া মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও রক্তক্ষরণের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার ফলটুকু লুটে নিয়েছে সে দেশের ড্রাগ ব্যারনস ও বাগিচা মালিকরা। এরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে চলেছে। দেশে গণতন্ত্রের ধাঁচাটা টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে নির্বাচনে রিগিং করে ড্রাগ ব্যারনস অথবা অন্য কায়েমী স্বার্থবাজরা দেশের তখ্‌তে বসে। এই তীব্র পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন ও নির্মম অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে কলম্বিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ চলছে এবং দেশের কিছু কিছু অঞ্চল এখন সরকারের দখলমুক্ত। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও ঘাতকবাহিনীর সন্ত্রাস উপেক্ষা করে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক ও মধ্যবিত্ত জনগণ গণআন্দোলনের আঙিনায় এসে দাঁড়াচ্ছে। মাঝে মাঝেই গ্রামগঞ্জ থেকে ভেসে আসে, ''বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও'', ''মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কলম্বিয়া থেকে হাত ওঠাও'' — এই রণহুঙ্কার।

কাকদ্বীপ স্টেশনে নামখানা পর্যন্ত ট্রেন চালুর দাবিতে অবরোধ

কাকদ্বীপ স্টেশন থেকে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্টেশনে যাত্রীশেড, শৌচাগার ও পানীয় জল, নামখানা পর্যন্ত ট্রেন চালু ও যাত্রীদের নিরাপত্তার দাবিতে এস ইউ সি আই-এর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে গত ১৫ জুলাই কাকদ্বীপের মানুষ অবরোধে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেন। অবরোধ ভাঙতে কাকদ্বীপ থানার ওসি, সি আই সহ বিশাল পুলিশবাহিনী হাজির হয়। কিন্তু দাবিগুলির ন্যায্যতা তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হন। সমস্যাগুলি সমাধানে তাঁরাও সক্রিয় হওয়ার আশ্বাস দিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। কমরেড অমিয় শাসমলের নেতৃত্বে স্টেশন মাস্টারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্টেশন মাস্টার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

গণদাবী

৫ আগস্ট

বিশেষ সংখ্যা

- কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণ, ২৪ এপ্রিল, ১৯৭০
- দলের নেতৃস্থানীয় সংগঠক ও কর্মীদের প্রতি — নীহার মুখার্জী

বন্যার্তদের ত্রাণের দাবিতে গৌহাটিতে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন

বন্যা আসামে প্রায় প্রতি বছরই হয়। কিন্তু এবারের মতো ভয়াবহ বন্যা গত দু'দশকে হয়নি। প্রায় মাসাধিক কাল ধরে রাজ্যের প্রায় দেড়কোটি মানুষ জলের তলায়। রাজধানী শহর গৌহাটিও অর্ধেক জলের তলায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রায় সমস্ত জেলা সদরের সাথে। এখন পর্যন্ত প্রাণ হানি ঘটেছে তিন শতাধিক এবং এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে রাস্তার উপর অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধপত্রের অভাবে সর্বত্রই ব্যর্থতার প্রশ্নে রাজ্যের বিরোধী দলসহ তথাকথিত বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকাও তথৈবচ। এমতাবস্থায় এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির আহ্বানে একদিকে জেলায় জেলায় বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ত্রাণ সংগ্রহ চলছে, অন্যদিকে চলছে আন্দোলনের কর্মসূচি। বন্যাপীড়িতদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সাহায্য দেওয়া, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বীজ, সার ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করার সাথে কৃষকদের সমস্ত ধরনের কৃষিঋণ মকুব করা, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট ব্রীজ

২৭ জুলাই গৌহাটিতে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

হাহাকার। রাজ্যের জনসাধারণের এই চরম সংকটের মুহূর্তে যখন রাজ্য সরকারের উচিত ছিল সমস্ত রকম মানবিক সাহায্য নিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানো, তখন সরকারের চরম নির্লিপ্ততা, অকর্মণ্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেটুকু ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে তাও শাসক দলের অনুগত একাংশ কর্মচারী, নেতা-মন্ত্রীরা আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। এ ব্যাপারে বার বার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও প্রশাসনের অমার্জনীয় নির্লিপ্ততা দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থা না করে, বিনামূল্যে সার, বীজ ইত্যাদির ব্যবস্থা না করে কৃষকের এক বছরের খাজনা মকুব করার ঘোষণা করেই রাজ্যের কংগ্রেস সরকার বাহবা কুড়োতে চাইছে। এই বন্যা পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সামগ্রিক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামত করা, বন্যাপীড়িতদের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সহ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, বন্যার পরে কোন রোগ যাতে মহামারীর রূপ ধারণ করতে না পারে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বন্যাপীড়িত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত ধরনের ফি মকুব করা ইত্যাদি ১০ দফা দাবি নিয়ে গত ২৭ জুলাই গৌহাটিতে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিমল নন্দীর নেতৃত্বে এই মিছিল শহরের প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে জেলা শাসকের কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পরে জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। অবিলম্বে দাবিপূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিহারে ভয়াবহ বন্যা

এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করল

বিহারের ভয়াবহ বন্যায় বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর ২৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন।

ঐ স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, উত্তর বিহারে বন্যা এখন বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মানুষের জীবন, ঘর-বাড়ি, চাষের জমি সবই তলিয়ে যাচ্ছে। নতুন বৈশিষ্ট্য হল, প্রতি বছরই বন্যার ব্যাপকতা আগের বছরের তুলনায় বাড়ছে, দীর্ঘকাল ধরে বন্যা চলছে, ফলে ক্ষয়ক্ষতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবন, সম্পত্তি, ফসলের ক্ষতি তো হচ্ছিলই, এখন জমিতে বালি ছড়িয়ে যাচ্ছে, যার পরিণাম চাষীদের পক্ষে ভয়াবহ। আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্য হওয়ার পর সমগ্র বিহার এখন পুরোপুরি কৃষি নির্ভর। ফলে চাষের জমি নষ্ট হলে মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থানের কিছুই নেই।

এই অবস্থায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তো বটেই, সাথে সাথে বছরের অন্যসময় তীব্র খরা ও জলের সঙ্কট মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অতিদ্রুত একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে। সাথে সাথে বন্যাপীড়িতদের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণসামগ্রী পাঠানো, দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্য বিনামূল্যে রেশন দেওয়া, মহামারীর বিপদ রোখার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত

২৭ জুলাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের ৭৩তম শহীদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস-এর উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়, গঞ্জ, স্কুল-কলেজে শহীদ বেদীতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, শপথবাক্য পাঠ ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে।

অগ্নিযুগের অনন্যসাধারণ বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য ছিলেন জয়নগর-মজিলপুরের এক অভাবী পরিবারের সন্তান। লেখাপড়ার বেশি সুযোগ পাননি। বিশের দশকের শেষ দিকে বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সংগঠক সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। পরবর্তীকালে ঐ দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা শাখার অন্যতম সংগঠক সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন কানাইলাল। ঐ সময় ব্রিটিশ ভারতে সাম্রাজ্যবাদী বিচারক আর আর গার্লিক এক এক করে বহু বিপ্লবীকে অন্যায়ভাবে শাস্তি, এমনকী মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছিলেন। সর্বশেষ তিনি ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর মহাকরণে অলিন্দযুদ্ধে ধৃত বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেন। এই ঘটনায় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিপ্লবীদের বিচারে কুখ্যাত বিচারপতির মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত হয়। বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীল চ্যাটার্জীকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব দেন। সুনিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সুনীলবাবুর ঘনিষ্ঠ কানাইলাল ভট্টাচার্য স্বেচ্ছায় এই কার্যভার গ্রহণ করেন। সত্যনিষ্ঠ, দৃঢ়চিত্ত, মৃত্যুভয়হীন এই যুবক মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৯৩১ সালে ২৭ জুলাই আলিপুর কোর্টের মধ্যে কুখ্যাত বিচারপতি আর আর গার্লিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর নিজে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে বীরের মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে যে অগণিত শহীদ আত্মবলিদান করেছিলেন, বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের মৃত্যু তাতে যুক্ত করেছিল এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মৃত্যুর পর তাঁর পকেটে পাওয়া যায় একটি চিরকুট। তাতে লেখা ছিল —"ধ্বংস হও! দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির দণ্ড লও। — ইতি বিমল দাশগুপ্ত।" বিমল দাশগুপ্ত ছিলেন আর এক বিপ্লবী, মেদিনীপুরের জেলা শাসক পেডিকে হত্যার জন্য পুলিশ তখন তাঁকে খুঁজছিল। ঐ অবস্থায় বিপ্লবী কানাইলাল নিজের নাম না দিয়ে বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তর নাম চিরকুটে দিয়েছিলেন, যাতে পুলিশ বিমল দাশগুপ্তকে মৃত ধরে নিয়ে তাঁকে খোঁজা বন্ধ করে দেয়। এভাবে তিনি এই মহৎ দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন যে, বিপ্লবীদের কাছে নাম, যশ, জীবনদানের স্বীকৃতি কোন কিছুই দেশের স্বাধীনতার থেকে বড় নয়।

এই মহান বিপ্লবীর স্মরণে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর শহরের রূপ-অরূপ হলে ২৭ জুলাই এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত প্রভাত ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা ক্ষুদিরাম জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সদস্য চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। কানাইলাল ভট্টাচার্যের শহীদ বেদীতে একে একে মাল্যদান করেন এম এস এস-এর পক্ষে মাধবী প্রামানিক, ডি ওয়াই ও'র পক্ষে শ্যামল প্রামাণিক, ডি এস ও'র পক্ষে প্রদীপ হালদার এবং এস ইউ সি আই দলের জয়নগর পৌরসভার পক্ষে বাসুদেব ব্যানার্জী, প্রধান বক্তা চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং সভার সভাপতি প্রভাত ভট্টাচার্য। বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের স্মরণে শপথ বাক্য পাঠ করেন ডি এস ও'র জেলা সম্পাদক প্রদীপ হালদার। উদ্যোক্তাদের অন্যতম কুমকুম সরকার তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কানাইলাল ভট্টাচার্যের জীবনের নানান দিক তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য রাখেন চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র-যুব মহিলা সহ প্রায় তিন শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে জবলপুরে কনভেনশন

মধ্যপ্রদেশে ক্রমাগত নারী-নির্যাতন বাড়ছে, নারীর নিরাপত্তা ধূলায় লুণ্ঠিত। অথচ, অপরাধীদের সাজা দেওয়া হচ্ছে না, এ ব্যাপারে পুলিশ-প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করছে। এরই প্রতিবাদে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ এগারোটি মহিলা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে গত ১৮ জুলাই মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে নারীনির্যাতন, বালিকা-ধর্ষণ, খুন, নারীদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের প্রতিবাদে ও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে প্রেস ক্লাবে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

এম এস এস ছাড়াও, ত্রিবেণী পরিষদ, মহিলা সংঘর্ষ সমিতি, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, বর্তিকা সংস্থা, মহিলা জাগৃতি মণ্ডল, নারীকল্যাণ সংগঠন, গুঞ্জন কলাসদন, ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন, স্বয়ং সেবিতা প্রমুখ সংগঠনের প্রতিনিধিরা কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশন থেকে জেলাধ্যক্ষের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি রুখতে আন্দোলনে এগিয়ে আসুন

একের পাতার পর

বলে, তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক অয়েল কার্টেলগুলি, যারা কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া জনমত গড়ে তোলার জন্য কোনও উদ্যোগই নিচ্ছে না। বরং আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধিকেই অজুহাত করে ভারতবাসীর উপর ক্রমাগত পেট্রোপণ্যের বর্ধিত মূল্যের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল, বামপন্থী বলে দাবিদার সিপিএম-সিপিআই-এর পুরোদস্তুর সমর্থনেই কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার জনগণের উপর এভাবে বর্বর অর্থনৈতিক আক্রমণ চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই চরম অন্যায় মূল্যবৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্য ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে জনগণকে এগিয়ে আসতে কমরেড নীহার মুখার্জী আহ্বান জানিয়েছেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

সর্বহারার মহান নেতা, এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দেশজুড়ে যে কর্মসূচি নিয়েছে তারই অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে ২৯-৩১ জুলাই কমরেড ঘোষের অমূল্য চিন্তা ও শিক্ষাগুলি থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। ২৯ জুলাই বিকালে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত। কমরেড দাশগুপ্ত তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, দলগঠনের শুরু থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ যেভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাকে যুক্ত করে সর্বব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনা করে অসামান্য, অবদান রেখে গেছেন সেটা শুধু অমূল্য সম্পদই নয়, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। তাঁর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি যে শিক্ষা তুলে ধরেছেন, তারই কিছু উদ্ধৃতি এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন, নকল করে, মুখস্থ করে মার্কসবাদ শেখা যায় না। মার্কসবাদ আয়ত্ত করার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাহল মার্কসীয় বিচারপদ্ধতিকে শুধু অনুশীলন করা নয়, জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তা প্রয়োগ করা।

তিনি বলেন, যে সমস্ত দেশে বিপ্লব হয়েছে, সে দেশের যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে মার্কসবাদের শিক্ষার আলোকে নিজ নিজ দেশের সমস্যাগুলিকে শুধু সঠিকভাবে চিনতে ও বুঝতে হয়েছে তাই নয়, সেই সেই দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে গিয়ে মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত ও উন্নত করতে হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই কাজটি করে দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে সংশোধনবাদ আজকে প্রধান বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। রাশিয়ায় কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভচক্র ক্ষমতা দখল করে। বিংশতি কংগ্রেস সম্পর্কে কমরেড ঘোষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, এটি সংশোধনবাদের সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে। রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়েই শোধনবাদ অনুপ্রবেশ করেছে, আজও যার মাশুল কড়ায় গণ্ডায় দিতে হচ্ছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বারবার বলেছেন যে, নেতা-কর্মীদের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মান ক্রমাগত উন্নত করতে হবে। তা না করতে পারলে এই বিপদ আসতে বাধ্য।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনী। (ইনসেটে) কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত

কমরেড হীরেন মুখার্জীর মৃত্যুতে কমরেড নীহার মুখার্জীর শোকবার্তা

সিপিআই দলের প্রবীণ নেতা কমরেড হীরেন মুখার্জীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩০ জুলাই সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড এ বি বর্ধনকে পাঠানো এক শোকবার্তায় বলেছেন, মেহনতী জনগণের স্বার্থে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ও দেশব্যাপী বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কমরেড হীরেন মুখার্জী সংসদের ভিতরে ও বাইরে সর্বদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু সিপিআই দলের ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ক্ষতি। সিপিআই-এর শোকার্ত সদস্যদের ও হীরেন মুখার্জীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জী সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

আবার স্ট্যালিনগ্রাদ

বহু চেষ্টা করেও মার্কসবাদ বিরোধীরা রাশিয়ার জনগণের মন থেকে মহান স্ট্যালিনের নাম মুছে ফেলতে পারেনি। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর শোধনবাদী ক্রুশ্চেভ চক্র ক্ষমতা দখল করে ইতিহাস থেকে স্ট্যালিনের নাম মুছে ফেলতে তৎপর হয়। স্ট্যালিনের স্ট্যাচু উৎপাটন থেকে শুরু করে স্ট্যালিনের নামাঙ্কিত রাস্তা ও শহরের নামও তারা বদলে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে স্ট্যালিনগ্রাদ জার্মানীর নাৎসী-বাহিনীকে রুখে দিয়ে ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধের সমাপ্তি সূচনা করেছিল এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধজয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, সেই স্ট্যালিনগ্রাদের নামও তারা বদলে ভলগোগ্রাদ করেছিল। সংশোধনবাদের পথ বেয়েই যখন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ ফিরে এল, সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এল অশেষ দুর্ভোগ — তখন মানুষ আবার স্মরণ করছে স্ট্যালিনের সময়ের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা, তারা মিছিল করছে লেনিন স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে। দাবি উঠেছে মহান স্ট্যালিনের নাম ফিরিয়ে আনার। এই জোরদার দাবির প্রতিফলন দেখা গেল রাশিয়ার পুঁজিবাদী প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাম্প্রতিক এক নির্দেশে। ক্রেমলিনে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত অজ্ঞাতনামা সৈনিকদের জন্য নির্মিত এক স্মারকস্তম্ভে গৌরবময় প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ১০টি শহরের মধ্যে 'ভলগোগ্রাদ' নামটি লেখা হলে, তা মুছে আবার পুরনো নাম স্ট্যালিনগ্রাদ লেখার নির্দেশ এসেছে। এবার শহরের নামটিকেও আবার 'স্ট্যালিনগ্রাদ' করার জন্য জনগণের দাবি আরও জোরালো হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে

একের পাতার পর

একথা বহুকাল আগেই বলে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে সত্যটা দেশের মানুষকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তাহল, ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী এবং এই পুঁজিবাদ বর্তমান যুগে সমাজপ্রগতির ও বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ ধারণ করেছে। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যত দীর্ঘকাল দেশে বহাল থাকবে, ততই মানুষের সমস্যা তীব্র হবে শুধু নয়, ক্রমাগত জটিলতর হবে, সকল অংশের মানুষের জীবনের সুখশান্তিকে ধ্বংস করবে, নৈতিক অবক্ষয় দ্রুততর হয়ে সমাজের সর্বাঙ্গ কলুষিত করবে, সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে শেষ করে দেবে। এর কবল থেকে মুক্তি এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া অন্য কোন পথেই ঘটতে পারে না। মানুষের এই মুক্তির প্রয়োজনেই বিপ্লবের অপরিহার্যতা, যার সঠিক উপলব্ধিই একজন বিবেকবান মানুষকে বিপ্লবী জীবন গ্রহণ করতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু 'বিপ্লব অপরিহার্য', 'বিপ্লব চাই' শুধু এই চেতনার দ্বারা বিপ্লব আনা যায় না, প্রকৃত সাম্যবাদী বিপ্লবী হওয়াও অসম্ভব। কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষায় "শুধু বিপ্লব চাই, — এটা কোনও বিপ্লবী চেতনা নয়। তাই, শ্রমিকশ্রেণী, সর্বহারার কথা আমি চিন্তা করি, এটাও কোন সর্বহারা শ্রেণীচেতনা নয়। সঠিক বিপ্লবী চেতনা হল সঠিক সর্বহারা শ্রেণীচেতনা, আর সঠিক সর্বহারা শ্রেণীচেতনা হল সঠিক পার্টি চেতনা, অর্থাৎ আপনারা সঠিক বিপ্লবী পার্টি চিনতে পেরেছেন কি না।" এস ইউ সি আইকে গড়ে তুলতে গিয়েই তিনি দেখিয়েছেন যে, কোন দেশেই একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি শুধু সদিচ্ছা ও আত্মত্যাগের দ্বারা গড়ে উঠতে পারে না। এর একটা সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত লেনিনীয় প্রক্রিয়া আছে। অবিভক্ত সিপিআই দলের বহু নেতা ও কর্মীর অশেষ আত্মত্যাগ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেও কমরেড ঘোষ দেখিয়েছেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের বিজ্ঞানসম্মত সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াটি অনুসরণ না করার ফলে, অনেকের অনেক আত্মত্যাগ সত্ত্বেও সিপিআই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তীকালে সিপিআই ভেঙে সিপিএম গঠিত হওয়ার সময় এবং পরে সিপিএম ভেঙে সিপিআই (এম-এল) গঠিত হওয়ার সময়ও তিনি একই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেছিলেন, এসব কোনও পার্টিই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। এরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের স্লোগান দেবে, বিপ্লবের নামে অনেকে প্রাণও দিতে পারে, কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না, বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। এরা কখনও মন্ত্রী হয়ে জনতাকে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে নিয়ে গিয়ে তাদের সমস্ত কোরবানির ফলটাকে সেইখানে নিঃশেষ করে দেবে, আর না হয় কখনও ভ্রান্ত পেটিবুর্জোয়া উগ্রবিপ্লববাদ বা রোমান্টিসিজমের লাইনে অবাস্তবভাবে বিপ্লবের শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সংহত হতে সাহায্য করবে। বিপ্লব হবে না। বিপ্লব করতে হলে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারার ভিত্তিতে দলের আদর্শ, মূল রাজনৈতিক লাইন এবং শিক্ষাগুলিকে কেন্দ্র করে নতুন মডেলে, নতুন ধারণায় যথার্থ লেনিনবাদী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে এস ইউ সি আই দলটি গড়ে উঠেছে, তাকে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠনের সূচনাপর্ব থেকেই মহান মার্কসের একটি শিক্ষাকে কঠোরভাবে অনুসরণের মধ্য দিয়ে দলটিকে গড়ে তুলেছেন। তা হচ্ছে, যে শ্রমিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে, বিপ্লব করবে, সেই শ্রমিক যদি নিজেকে পাল্টাতে না পারে, বিপ্লবের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে না পারে তবে শুধু স্লোগান দিয়ে, শুধু লড়াই করে, শুধু জান দিতে পারলেই তারা এই মহান দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। এস ইউ সি আই এই মূল মন্ত্রে বিশ্বাসী। বড় বিপ্লবী চরিত্র অর্জন সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বলেছেন, যদিও সংগ্রামই মানুষ সৃষ্টি করে তবুও মনে রাখতে হবে, শুধু সংগ্রাম করলেই বড় বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করা যায় — এটা সত্য নয়। সত্য হচ্ছে, একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শ, নীতি, কর্মপন্থা এবং একটা জীবনবেদ নিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামই বড় বিপ্লবী চরিত্রের মানুষ গড়ে তোলে। এককথায় উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করার সংগ্রামই হচ্ছে বড় বিপ্লবী হওয়ার সংগ্রাম। যার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর নিজের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিপ্লবীদের কাছে রেখে গিয়েছেন।

৫ই আগস্ট, তাঁর জীবন ও শিক্ষাগুলিকে সামনে রেখে নিজেদের জীবন সংগ্রামকে আরও তীব্র করার শপথ নিতে হবে আমাদের।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net